দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

ধ্বনিতত্ত্ব হচ্ছে ভাষার ধ্বনি বিষয়ক বিধিবদ্ধ আলোচনা। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকেই ধ্বনিতত্ত্ব বলে। অধ্যাপিকা অলিভা দাক্ষী ধ্বনিতত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — "ভাষায় ধ্বনি বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিমূলীয় বিজ্ঞান ও ধ্বনিপরিগণিত নিয়ম যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় তাকে ধ্বনিতত্ত্ব বলে" (বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান, পৃ. ১৬২)। প্রতিনিয়ত মানুষের নাক ও মুখের মধ্য দিয়ে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং একইভাবে বাতাস ফুসফুস থেকে নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বাতাস ফুসফুস থেকে স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে মুখগহ্বরে প্রবেশের পর বিভিন্ন বাক্-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শে আঘাত লাগার দরুন ধ্বনি গঠিত হয়। ধ্বনি গঠনে বাক্-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে বাতাসের সংস্পর্শ প্রয়োজন। আর বাতাসের সংস্পর্শের ফলে ধ্বনির উৎপাদন, উচ্চারণ ও পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই 'ধ্বনিতত্ত্ব' শব্দটি দুই দিক থেকে ব্যবহার করা যায় ঃ এক, কোনো ভাষার ধ্বনিবিন্যাস সম্পর্কে তত্ত্বীয় পঠন-পাঠন ঃ দুই, কোনো ভাষার সুনির্দিষ্ট ধ্বনিবিন্যাস সম্পর্কীয় ব্যবহারিক আলোচনা। 'ধ্বনিবিন্যাস'[১] কথাটি দ্বারা আমরা যে সকল সংশ্লিষ্টতা অনুভব করি তা এইরকম —

ক) প্রদত্ত/সংশ্লিষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের একটি সেট,
খ) শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির সম্ভাব্য পরিসজ্জা, এবং
গ) ভাষিক-ধ্বনির বর্জন, সংযোজন এবং পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই নিজস্ব ধ্বনি বিন্যাস রয়েছে। যদিও প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে থাকেই, তবুও এরকম সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ যে, যে-কোনো দুটি ভাষায় হুবহু একইরকম ধ্বনিবিন্যাস রয়েছে। ধ্বনিবিন্যাস প্রধানত তিনভাবে বিভিন্ন হতে পারে ঃ

ক) সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুলির তালিকায় পার্থক্য থাকতে পারে,
খ) ধ্বনিগুলি এক এক ভাষায় এক এক ক্রম অনুযায়ী আসতে পারে, এবং
গ) যে সকল সূত্র বা প্রক্রিয়া ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করে তা বিভিন্ন হতে পারে।

১. ধ্বনির শ্রেণিকরণ ঃ

ধ্বনির শ্রেণিকরণে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি প্রধান ধ্বনিরূপে অন্তর্ভুক্ত। স্বরধ্বনি গঠনের সময় মুখগহ্বরে বায়ুপ্রবাহ বিভিন্ন বাক্-প্রত্যঙ্গের স্পর্শে গঠিত। ফুসফুস থেকে বাতাস গলবিলের মধ্য দিয়ে মুখগহ্বরে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করে মুক্তভাবে কোনো বাক্-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে ঘষা না খেয়ে যে ঘোষ, সুনাদ ও অনুনাদী ধ্বনি গঠিত হয়, তা হল স্বরধ্বনি।[২] অন্যদিকে, ফুসফুস

তাড়িত বাতাস মুখগহ্বরে সম্পূর্ণ বা আংশিক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং দুটি বাক্-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শে ঘষা খেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত হয়।

১.১ স্বরধ্বনি ঃ

জিভ ও ঠোঁটের প্রকৃতি অনুসারে গঠিত বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা সাত। স্বরযন্ত্রের প্রকৃতি অনুসারে বাংলা স্বরধ্বনিগুলি ঘোষ। বাংলায় যে সাতটা স্বরধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলি হল — ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ। নিচে বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ-অনুসারী একটি চিত্র দেখানো হল —

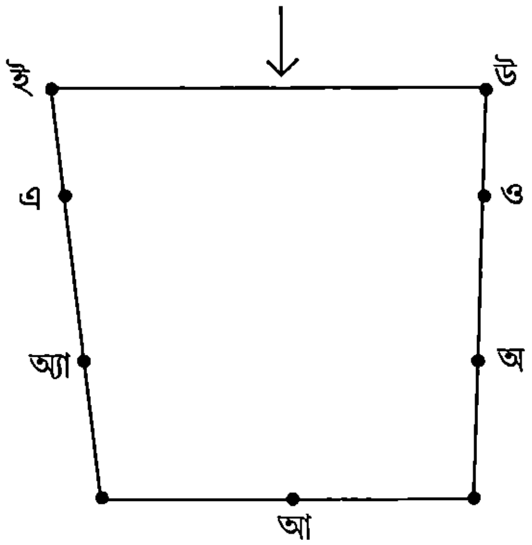

১.১.১ স্বরধ্বনির শ্রেণিকরণ[৩] ঃ বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষা

	সম্মুখ	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ
উচ্চ/সংবৃত	ই		উ
উচ্চ-মধ্য/অর্ধ-সংবৃত	এ		ও
নিম্ন-মধ্য/অর্ধ-বিবৃত	অ্যা		অ
নিম্ন/বিবৃত		আ	

মান্য চলিত বাংলার মূল স্বরধ্বনিগুলি ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে অবস্থিত বীরভূম জেলার আঞ্চলিক ভাষাতেও রক্ষিত আছে। উচ্চারণ প্রকৃতির দিক থেকেও এই অঞ্চলের ভাষার স্বরধ্বনিগুলির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তেমন কিছু নাই। তবে অবস্থানগত দিক দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে স্বরের মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে।

১.২ স্বরধ্বনির অবস্থান[৪] ঃ

মান্য চলিত বাংলার মতো স্বরধ্বনিগুলি এখানেও রূপমূল বা রূপিম বা মূলরূপের আদি, মধ্য এবং অন্তে অবস্থান করতে পারে।

স্বরধ্বনি	মূলরূপের আদিতে	মূলরূপের মধ্যে	মূলরূপের অন্তে
/ই/	ইস্ট্যালো (বন্ধুত্ব), ইস্‌টিল ইনি (সাপ বিশেষ), ইতুকুটি (সামান্য)	আইবড়[অ], দোইব্ (বিপদ), মাইতোর (মধ্যম)	লিত্তি (নিত্য), পানারি (কচুরী পানা), পিণ্ডি (পিণ্ড), জুতি (জোয়ালের দড়ি), জলুই (পেরেক)
/অ্যা/	অ্যাক্স্বস্ত (শান্ত হয়ে), অ্যামোন (এমন), অ্যাক্‌ঠিং (একত্রে)	পেট্যালি (পাটালি), দেড়্যাল্ (দাড়িয়াল), এল্যানো (আলপনা), কেঁওর‍্যালি (কেন্নো)	আগ্ন্যা (উঠোন), কুন্ন্যা (কনুই), পিমড়্যা (পিঁপড়ে), কেদ্যা (কাস্তে), ডেড়্যা (দেড়গুণ), দিঅ্যা (দেওয়া)
/এ/	এতোর্ (ইতর), এচোড়, এজমালি (যৌথ), এলে (ক্লান্ত হয়ে)	আসেন (আসুন), বসেন (বসুন), যেছেন (যাচ্ছেন)	হোয়ে (হয়), যেয়ে (যায়)
/আ/	আখা (উনুন), আকাবাকি (তাড়াহুড়ো), আলগোছ (স্পর্শ মুক্ত করে), আঁকুর (অঙ্কুর)	কানকুটারি (কেন্নো), কাঁতরা (ভাঙা বাড়ির মাটি), কাঁঠা (বাড়ির পিছনের দিক), কাজজ্যা (কাজিয়া), অগাবগা (সাধারণ)	খুআ (খাওয়া), বসুআ (গলকম্বলে অতিরিক্ত প্রত্যঙ্গ যুক্ত ষাঁড়), শুঙা (শোঁকা)
/অ/	অকুলন (অনটন), অন্‌কুঅরি (কুয়াশার ভাব), অপচো (অপচয়), অরা (ওরা)	জোঅলি (গো-খাদ্য বিশেষ), দুঅর (দুয়ার)	কোওঅ (কাক), ধুমঅ (ধোঁয়া), কুঅ (কুয়াশা), খোগঅ (পক্ষীভূক ফল)

স্বরধ্বনি	মূলরূপের আদিতে	মূলরূপের মধ্যে	মূলরূপের অন্তে
/উ/	উটার (শণের দড়ি), উঁতায়ল্ (আবর্জনা), উসার (চওড়া), উঠনি (চড়াই)	সাউস, জাউন্ (কাঁদা মাটির গোলা), হাউস (আমোদ-প্রমোদ)	কোথু (কোথাও), ফেউ, ফুপু
/ও/	ওস্তাজ্ (ওস্তাদ), ওলঅ (এলো), ওড় (প্রান্ত), ওরান (নির্জন)	পাওঠা (পদ রেখা) জোল্ (নিচু জলা জমি), ডাওর (অতি বৃষ্টি), ঠাওর, ফোওঅ (গিরগিটি)	ল্যাও (ধানের বীজতলা বিশেষ), ছ্যাও (কাটা)

১.৩ স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি ও পরিবর্তন[৫] ঃ

মান্য চলিতবাংলার মতোই আমাদের আলোচ্য অংশের আঞ্চলিক ভাষাতেও প্রতিটি স্বরধ্বনি মৌলিক স্বরধ্বনির চেয়ে কিছুটা নিম্ন অবস্থানে উচ্চারিত হয়। স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ প্রকৃতি ও পরিবর্তনের ধরন নিচে আলোচিত হল -

১.৩.১ ই ঃ

উচ্চ সম্মুখ স্বরধ্বনি 'ই' গঠনের সময় ঠোঁট বিস্তৃত হয়ে থাকে এবং ঠোঁটের প্রান্ত কিছুটা পিছনের দিকে আকর্ষিত হয়ে থাকে। জিভের সম্মুখ ও জিভের পাতা সমান্তরালভাবে এবং শক্ত তালুর বাঁকা তলের সামান্য নিম্নে অবস্থান করে। উচ্চারণের সময় জিহ্বামূল উপরে উত্থিত হয়ে মুখ নাসাপথকে বিভক্ত করে দেয়।[৬] এই ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ -

ই > এ,

শব্দের আদিতে

ইনাম	>	এনাম,	ইঁদুর	>	এঁদুর,
ইতর	>	এতোর (নীচ),	ইস্তক	>	এস্তক (পর্যন্ত),
ইন্তেহান	>	এন্তেহান (পরীক্ষা)।			

শব্দের মধ্যে

জিয়ল	>	জেয়ল,	পিছু	>	পেছু,
বিড়ম্বনা	>	বেড়ম্বনা,	মিল	>	মেল্,

বিরক্ত > বেরক্ত, পিতল > পেতোল্,
বিসর্জন > বেসজ্জন, বিষম > বেষম্,
খিচুড়ি > খেঁচুড়ি, মিলন > মেলন,
মিলে > মেলে, লিচু > লেচু।

ই > আ,

শব্দের অন্তে

ডিঙি > ডুঙা (নৌকা বিশেষ), পলি > পলা।

ই > অ্যা,

শব্দের মধ্যে

ছিটকিনি > ছিট্ক্যানি, লিখন > ল্যাখোন্ (ললাটলিপি),
শিক্ষিত > শিক্ষ্যাত্।

শব্দের অন্তে

খয়েরি > খয়র‍্যা, খুপরি > খুঁপর‍্যা,
শিশি > শিশ্যা, বেগুনি > বেগ্ন্যা,
সারি > সের‍্যা, ধাঁড়ি > ধেঁড়্যা।

ই > অ,

শব্দের অন্তে

মুঠি > মুঠ[অ], জুটি > জুট[অ],
সাথি > সোঁত[অ], ধূলি > ধুল[অ]।

ই -র আগম বা অর্ধ-অপিনিহিতি

কাজিয়া > কা$^{\text{ই}}$জ্জ্যা, রাত > রা$^{\text{ই}}$ত্,
কাঁদি > কাঁ$^{\text{ই}}$দ্ (বড় ফলের গুচ্ছ)।

১.৩.২ এ ঃ

উচ্চ-মধ্য সম্মুখ পর্যায়ের একটি স্বরধ্বনি 'এ'। 'এ' উচ্চারণের সময় ঠোঁট বিস্তৃত হয়ে থাকে এবং ঠোঁটের ফাঁকে 'ই' স্বরধ্বনি গঠনের সময়ের চেয়ে সামান্য বড় হয়ে থাকে। 'এ' উচ্চারণের সময় জিহ্বামূল নাসিকাগহ্বর খোলার পথ বদ্ধ করে দেয় কিন্তু জিহ্বামূল ততটা ওপরে ওঠে না। 'ই' এর সঙ্গে 'এ' উচ্চারণের পার্থক্য হলো এই যে 'এ' উচ্চারণের সময় জিভ ও তালুর মাঝের দূরত্ব বেশি হয়ে থাকে।[৭] এই স্বরধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ —

এ > অ্যা

শব্দের আদিতে

একান্ন > অ্যাকান্ন, একষট্টি > অ্যাক্‌ষট্টি,
একানব্বই > অ্যাকানব্বই, এক্কা > অ্যাক্‌কা (বাল্যক্রীড়ায় ব্যবহৃত গণনপদ্ধতি)।

শব্দের মধ্যে

খেপ > খ্যাপ্ (দফা), গুচ্ছের > গুচ্ছ্যার্,
লেজ > ল্যাজ্, লেপ > ল্যাপ,
দেনা > দ্যানা, শেষ > শ্যাষ,
বেল > ব্যাল্, তেল > ত্যাল্,
মেঘ > ম্যাগ্, বেবশ > ব্যাবশ্,
বেঢপ > ব্যাঢপ, দেবাংশি > দ্যাবাংশি,
স্টেনলেসস্টিল > ট্যান্‌ডেস্‌টিল্, খেদ্ > খ্যাদ্,
ভেক > ভ্যাক, ভেংচি > ভ্যাম্‌চা।

শব্দের অন্তে

ভাগ্নে > ভাগন্যা, ছেলে > ছেল্যা,
মেয়ে > মেয়্যা, ঘুঁটে > ঘুঁট্যা,
মুটে > মুট্যা, ঠিকে > ঠিক্যা।

এ > ই

শব্দের মধ্যে

বেজি > বিঁজি, মেলামেশা > মিল্‌মিশ্,
রেকাবি > রিক্যাবি, চেয়ার > চিয়ার্,
পেঁপে > পিঁপিয়্যা।

শব্দের অন্তে

তেড়ে > তেড়ি, গুণে > গুনি,
বেড়ে > বেড়ি, ঘেরে > ঘেরি,
সরে > সরি।

এ > আ

শব্দের অন্তে

ফ্যাকাসে > ফ্যাক্‌সা, ফিকে > ফিকা।

এ > ও

শব্দের আদিতে

এঁটুলি > ওঁঠলি, এমনি > ওমনি,
এগনো > ওগনো।

শব্দের মধ্যে

পকেট > পকোট্, গেঞ্জি > গোঞ্জি,
অপারেশেন > অপার্শোন্, দেবো > দোবো।

এ > উ

কেঁচো > কুঁচ্যা, ক্ষুদে > ক্ষুদি।

১.৩.৩ অ্যা ঃ

নিম্ন-মধ্য সম্মুখ ও অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি হল 'অ্যা'। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট প্রধানত নিরপেক্ষ থাকে, অবশ্য যদিও তা সামান্য বিস্তৃত হতে পারে। জিহ্বামূল উপরে উঠে নাসিকাগহ্বর বন্ধ করে দেয়। এখানে অন্যান্য সম্মুখ স্বরধ্বনির মতোই জিভের আকৃতি বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'এ' ধ্বনির দুই প্রকার উচ্চারণের কথা বলেছেন। একটি বিশুদ্ধ 'এ', আর একটি 'অ্যা'। উদাহরণ হিসেবে তিনি 'এক' এবং 'একুশ' শব্দ দুটির উল্লেখ করেছেন।[৮] যেখানে 'এক' শব্দটি প্রকৃত উচ্চারণে 'অ্যাক' কিন্তু 'একুশ' শব্দে 'এ' -র উচ্চারণে কোনো বিকৃতি হয় নি। 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণ প্রবণতা এই অঞ্চলের ভাষার একটি লক্ষণীয় দিক। অন্যান্য প্রতিটি স্বরধ্বনিই 'অ্যা' তে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। 'অ্যা' স্বরধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ -

অ্যা > এ

শব্দের মধ্যে

ক্যানেল > কেনেল্, ম্যাজিক > মেজিক,
প্যান্ট > পেন্ট/পেন্।

অ্যা > আ

শব্দের মধ্যে

শ্যামলা > শাম্লা, ন্যাড়া > নাড়া (মুণ্ডিত মস্তক)।

১.৩.৪ ঋ ঃ

'ঋ' ধ্বনিটি স্বরধ্বনি নয়। 'ঋ' প্রকৃতপক্ষে র + ই = রি। এটি ব্যঞ্জনযুক্ত একাক্ষর ধ্বনি বিশেষ। এই ধ্বনিটির রূপান্তর নিম্নরূপ -

ঋ > ই

শব্দের মধ্যে

কৃষাণ > কিরস্যান্, অমৃত > অমিত্তি,
ঘৃণা > ঘিন্‌ন্যা, মৃদু > মিদু,
বৃষ্টি > বিষ্টি, তৃতীয়া > তিতিয়্যা,
দৃষ্টি > দিষ্টি।

ঋ > এ

শব্দের মধ্যে

গৃহস্থ > গেরস্ত, বৃত্তান্ত > বেত্তান্ত,
পৃথক > পেথক্।

১.৩.৫ আ ঃ

নিম্নে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিবৃত স্বর ধ্বনি হল 'আ'। 'আ' উচ্চারণের সময় দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ঃ (ক) পিছনের জিভ ও জিভের পাতা অপেক্ষাকৃত নিচে ও সমতল অবস্থায় থাকে এবং (খ) জিভের দেহের সাধারণ পশ্চাৎমুখী গতি লক্ষ করা যায়। আমাদের সমীক্ষান্তর্গত অঞ্চলের ভাষায় 'আ' স্বরধ্বনিটি মান্য চলিত বাংলার মতোই উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনিটির পরিবর্তন নিচে দেখানো হল —

আ > অ্যা

শব্দের মধ্যে

বিচার > বিচ্যার, বাঁকা > ব্যাঁকা,
বিদায় > বিদ্যায়, বিড়াল > বিড়্যাল্,
কাঁথা > ক্যাঁথা, গাঁদা > গ্যাঁদা (ফুলবিশেষ),
ছানা > ছ্যানা (দুগ্ধজাত বস্তু), ডানা > ড্যানা,
যার > য্যার্ (যাহার), হাঙ্গামা > হ্যাঙ্গামো,
পাইকার > পাইক্যার্ (গবাদি পশুর ব্যবসায়ী)।

শব্দের অন্তে

কায়দা > কায়দ্যা, ভিক্ষা > ভিক্ষ্যা
গাঁ > গ্যাঁ, ময়দা > ময়দ্যা,
সুবিধা > সুবিদ্যা, কিরা > কির‍্যা (দিব্যি),
কলিজা > কোল্‌জ্যা, দীক্ষা > দীক্ষ্যা,
দ্বিতীয়া > দুতিয়্যা,
দক্ষিণা > দক্ষিণ্যা (ক্রিয়াকর্মের অন্তে পুরোহিত ব্রাহ্মণাদিকে প্রদেয় অর্থ)।

আ > উ

শব্দের মধ্যে

তামাক > তামুক্‌, ফাঁপা > ফুঁপ[অ],
মালাই > মালুই।

আ > অ

শব্দের মধ্যে

পায়রা > পয়রা, মায়া > ময়া,
স্বাদ > স্বদ্‌, দুয়ার > দুঅর,
জ্বালা(তন) > জ্বলা, বার > বর।

শব্দের অন্তে

তুলা > তুল[অ], নৌকা > নৌক[অ],
বেহুলা > বেহুল[অ], পূজা > পুজ[অ],
মৌজা > মৌজ[অ], কৌটা > কৌট[অ],
ঠিকা > ঠোওক[অ]।

আ > ই

শব্দের মধ্যে

গিলাপ > গিলিপ্‌, ছায়া > ছিয়্যা,
ছাঁট > ছিঁট্‌ (কর্তিত অংশ), আলাদা > আলিদ্যা।

শব্দের অন্তে

কাঁকড়া > কাঁখুড়ি, ডাঁটা > ডাঁড়ি,
ট্যাঙরা > ট্যাঙারি।

আ > এ

শব্দের মধ্যে

গ্লাস্ > গেলেস্, কালো > কেল্যা,
পাকুড় > পেকুড়, ক্লাস > কেলাস্,
কাস্তে > কেস্তে, পারি > পেরি,
পাই > পেইই, যাই > যেইই।

আ > ও

শব্দের মধ্যে

হাঁটু > হোঁট[অ], গাভিন > গোবিন (গর্ভিনী),
করাত > করোত্, পতাকা > পতোকা,
তালু > তোল[অ], ডাকতার > ডাক্তোর।

ময়ুরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী বীরভূম জেলার আঞ্চলিক ভাষায় শব্দের শেষে অবস্থিত 'আ' অনেকসময় লোপ পেতে পারে। যেমন —

শশা > শঁশ্, ভাঁপা > ভাঁপ্,
ফাঁপা > ফাঁপ্, লাফা > লাফ্,
ধাঁচা > ধাঁচ্,
ফোটা > ফুট্ (গুড়, ভাত ইত্যাদির ফোটা)।

শব্দমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত 'আ' স্বরধ্বনি অনেক সময় দ্বিমাত্রিকতার এবং আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাতের জন্য লোপ পেতে পারে। যেমন —

জানালা > জান্‌লা, সিগারেট > সিগ্রেট্,
গোয়ালা > গ'লা, কাঁচাকলা > কাঁচ্‌কলা,
বাতাসা > বাত্‌সা।

পদের আদিতে 'আ' এর আগম ঘটতে পারে। যেমন —

স্পর্ধা > আস্পর্দা।

আ > রা

আখ > রা$^{\text{ই}}$খ্, আয়ু > রায়।

১.৩.৬ অ ঃ

নিম্ন-মধ্য পশ্চাৎ ও অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি হল 'অ'। এই স্বরধ্বনিটি উচ্চারণের সময় জিহ্বামূল

দ্রুত উপরে ওঠে। ফলে নাসিকাগহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। ঠোঁট বেশ গোলাকার আকৃতি ধারণ করে। জিভ দ্রুতভাবে পিছনে চলে আসে। জিভের পিছনের অংশ অধিকতর উত্তল হয়ে যায় এবং পাশে কম সমতল থাকে। এই ধ্বনির রূপান্তরগুলি নিচে দেওয়া হল —

অ > ও

শব্দের মধ্যে

কমিটি > কোমিটি, গর্ভ > গোব্ (মাটির গর্ত বিশেষ),
খলিপা > খোল্প্যা, ঝড় > ঝো^{ই}ড়্
কম্পাউন্ডার > কোম্পান্ডার্, কবুতর্ > কোহিতোর্।

অ > উ

শব্দের মধ্যে

গন্ডা > গুন্ডা (চারটি), মণ > মুন (চল্লিশ কেজি পরিমাণ),
ঘন > ঘুন্, বাসন > বাসুন্,
শণ > শুন, সময় > সুময়।

অ > অ্যা

শব্দের মধ্যে

খড় > খ্যাড়, ক্ষমতা > খ্যাম্তা
নক্কার > ন্যাক্কার্, ক্ষণ > খ্যান্,
অক্ষম > অক্ষ্যাম্, ফণা > ফ্যানা।

অ > আ

শব্দের আদিতে

অঙ্গার > আঙার্, অফিস > আপিস্,
অকাট্য > আকাট্, অমাবস্যা > আমাবোস্যা,
অলস > আলিস্, অঙ্কুর > আঁকুর,
অপচয় > আপ্চো।

শব্দের মধ্যে

ট্রাক্টর > ট্যাক্টার্, কব্জা > কাবেজ (আয়ত্তাধীন),
মহাজন > মাহাজোন্, মহান্ত > মাহান্ত,
পয়সা > পায়সা।

১.৩.৭ উ ঃ

উচ্চ-পশ্চাৎ এবং সংবৃত স্বরধ্বনি হল 'উ'। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বামূল দ্রুত উপরে উঠে এসে নাসিকাগহ্বর বন্ধ করে দেয়। ঠোঁটের আকৃতি প্রায় গোলাকার থাকে। জিভের গোড়া ও গলনালীর পিছনের অংশে সঙ্কীর্ণপথ সমগ্র পশ্চাৎ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হয় এবং 'উ' স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় অন্যান্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনির চেয়ে সামান্য উপরে ওঠে। এই্ ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ —

উ > ও

শব্দের আদিতে

উড়নচণ্ডী > ওড়নচণ্ডী, উস্তাদ > ওস্তাজ,
উপর > ওপর।

শব্দের মধ্যে

দুপুর > দোফোর্, অঙ্গুরী > অঙ্গোরি,
পুঁই > পোই্, মুহুরী > মোহুরী,
বুরুজ > বোরুজ, মুরগি > মোরগি,
মুতাবিক > মোতাবেক, মুশকিল > মোশ্‌কিল।

শব্দের অন্তে

বাস্তু > বাউস্তো, দাদু > দাদো,
হবু > হবো।

উ > ৱু

উই > ৱুই্, উপায় > ৱুপায়,
উপস্থিত > ৱুপস্থিত।

১.৩.৮ ও ঃ

উচ্চ-মধ্য পশ্চাৎ ও অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি হল 'ও'। এই্ ধ্বনির উচ্চারণ শিষ্ট বাংলাতে উচ্চারিত 'ও'-র মতোই। এই্ ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হল —

ও > অ

শব্দের আদিতে

ওরা > অরা (তারা), ওয়াড় > অড় (বালিশ, লেপের আবরণ),
ওকে > অকে (তাকে)।

শব্দের মধ্যে

উপবাস > উপস্, পোয়াতি > প'তি,
তোড়া > তড়া (গোছা), তোয়ালে > তয়লা,
মোয়া (সাঁ.) > ময়া (মৌরলা মাছ), মোরগ > মরগ।

শব্দের অন্তে

ঠুঁটো > ঠুঁট[অ], কুমড়ো > কুমড়[অ],
খাটো > খোঁট[অ], কুলো > কুল[অ]।

ও > উ

শব্দের আদিতে

ওড়না > উড়না, ও > উ (সে)।

শব্দের মধ্যে

কোদাল > কুদাল্, তুলসী > তুলুসী,
বোতাম > বুতাম্, পোস্ত > পুস্তু,
খোরা > খুঁরা (বড়বাটি), কোথাও > কুথাও,
ঘোমটা > ঘুম্‌টা, দোকান > দুকান,
যোগাযোগ > যুগাযোগ, সাঁকো > সাঁকু,
সবজি > সুবজি, গোসা > গুসা,
কোনো > কুনু, খোঁটা > খুঁটা (গঞ্জনা),
কোনা > কুনা, ছোলা > ছুলা,
বোন > বুন্, রোগা > রুগা,
ডোম > ডুম,
মোড়া > মুড়া (বেত বা কঞ্চির তৈরি উঁচু আসন বিশেষ)।

ও > আ

শব্দের অন্তে

আলো > আলা, ডায়নামো > ডায়নামা,
পোক্ত > পুক্তা, গুলো > গুলা।

ও > অ্যা

শব্দের অন্তে

হুঁকো > হুঁক্যা, ছুঁচো > ছুঁচ্যা,
শুয়ো (পোকা) > শুয়্যা, ফুটো > ফুট্যা।

ও > রো

ওঝা > রোজা, ওজন > রোজোন্,
ওঁত > রোঁত।

১.৩.৯ দ্বি-স্বরধ্বনি[৮] ঃ

শিষ্ট চলিত বাংলার মতোই আমাদের সমীক্ষান্তর্গত ক্ষেত্রের আঞ্চলিক ভাষাতেও 'ঐ' এবং 'ঔ' ধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। তবে 'ঐ' এবং 'ঔ' ধ্বনির রূপান্তরও এই অঞ্চলের ভাষায় দেখা যায়। যেমন—

ঐ > ও

বৈরাগী > বোর‍্যাগী, জ্যৈষ্ঠ > জোষ্টি,
চৈত্র > চোত্, থৈ > থো$^{\text{ই}}$ল্,
বৈশাখ > বোশ্যাক্, বৈঠকখানা > বোটুকখানা।

ঔ > ও

কৌটা > কোট[অ], পৌষ > পো$^{\text{ই}}$ষ্,
যৌতুক > জোতুক্, ঔষধ > ওষুদ্,
পানকৌড়ি > পান্কোড়ি, চৌকাঠ > চোকট্,
সৌষ্ঠব > সোষ্টব, বৌদি > বোদি।

১.৩.১০ ত্রিস্বরধ্বনি[৯] ঃ

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত কথ্য ভাষাতেও ত্রিস্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন —

এইও— এইও (এইখানে)।
এউই — কেহুই (কেউ), কেউই (কেউ)।
আউই — তাউই (বোন বা দাদার শ্বশুর), মাউই (বোন বা দাদার শাশুড়ি)।
এইই — খেইই (খাই), যেইই (যাই)।
ওইএ — হোইএ (হয়), দোইএ (দোহন করে)।

১.৩.১১ শিষ্ট বাংলায় কোথাও কোথাও দ্বি-স্বরধ্বনি বা ত্রিস্বরধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ভাষাতে সেইসব দ্বিস্বরধ্বনি বা ত্রিস্বরধ্বনি অনেকক্ষেত্রে একটি স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন —

ও আ > অ

খোঁয়াড় > খঁড়, লোহা > ল/ন,
কোয়া > ক', খোয়া > খ',
ধোয়া > ধ', পোয়া > প',
শোয়া > শ', রোঁয়া > রঁ (লোম)।

এআ > অ্যা

মেয়াদ > ম্যাদ, খেয়াল > খ্যাল।

অওআ > অ

সওয়া > স' (সহ্য করা), বওয়া > ব'।

আওআ > অ

খাওয়াদাওয়া > খ'দ' গাওয়া > গ' (গব্য)
যাওয়া > য', ছাওয়া > ছ'।

এওআ > অ্যা

দেওয়া > দ্যা, দেওয়াল > দ্যাল্।

আবার অনেকক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য সমীক্ষা ক্ষেত্রে দ্বি-স্বরধ্বনি বর্তমানেও রক্ষিত আছে। যেমন, অন্ত্রল > আঁওল্, যমজ > জাঁওঁ, ময়ূর > মোউর, বাতাস > বাঁওর।

১.৩.১২ আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ভাষাতে কিছু কিছু স্বরধ্বনির বা দ্বি-স্বরধ্বনির রূপান্তরের দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু সেগুলির গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হওয়া উচিত বলে মনে করি। তাই এগুলিকে একসঙ্গে তুলে ধরা হল।

এ > আ — খেজুর > খাজুর।
ঋ > অ — দৃঢ় > দড়ো।
ঋ > অ্যা — ধৃষ্টামি > ধ্যাষ্টামি।
আ > কা — আছাড় > কাছাড়।
উ > আ— ঢেকুর > ঢ্যাকার।
উ > ট — উঁকি > টুকি।
ঔ > উ — মৌলবী > মুল্বি।

২. ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন ঃ

২.১ ক - বর্গ ঃ

এই বর্গের ধ্বনিগুলির অবস্থান এবং উচ্চারণ চলিত বাংলার মতো। ধ্বনিগুলির পরিবর্তন নিম্নরূপ —

ক > খ

পুকুর > পুখুর, কাকে > কাখে (কাহাকে),
কোটর > খোঁটোর্, কানকো > কান্‌খ[অ],
উলকি > উল্‌খি, খামকা > খামোখা (অকারণে),
কাঁকড়া > কাঁখুড়ি, কুঁচকি > খুঁচ্‌কি (উরু ও কোমরের সংযোগ স্থল)।

ক > গ

বক > বগ্, কাক > কাগ্,
শাক > শাগ্, এক্‌বার > অ্যাগ্‌বার।

খ > ক

খোঁড়া (খনন করা) > কুঁড়া, চোখ্ > চোক্,
সুখ > সুক্, নখ > নোক্,
ভুখ > ভুক্, বৈশাখ > বোশ্যাক্,
দেখা > দেকা, শাঁখা > শেঁকা।

গ > জ

গিয়েছে > জেয়চে/যেয়চে, গেল > য্যালো/জ্যালো।

গ > ক

হুজুগ > হুচুক্,
গুনাহ্‌গার > গুনাক্‌কার (অপরের কোনো ক্ষতির জন্য প্রদত্ত অর্থদণ্ড)।

গ > ঘ

গৌরমণ্ডলী > ঘুরমণ্ডলী, বিসর্গ > বিসর্ঘ,
অগ্রহায়ণ > অঘ্‌ঘান্, নাগাল > লাঘাল।

যুক্তব্যঞ্জনে 'গ' অনেক সময় লোপ পেতে পারে। যেমন —

মঙ্গলবার > মোঙোল্‌বার্, সঙ্গে > সঙে,
চুঙ্গি > চোঙ, রঙ্গ > রঙ,
টাঙ্গি > টাঙি (কুঠার জাতীয় অস্ত্র বিশেষ)।

ঘ > গ

দিঘি > ডিগি, বাঘ > বাগ্,
মেঘ > ম্যাগ্, মাঘমাস > মা^{ই}গ্মাস।

২.২ চ - বর্গ ঃ

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ভাষাতে ব্যবহৃত চ-বর্গের উচ্চারণের সঙ্গে ও অবস্থানের সঙ্গে শিষ্ট চলিত বাংলায় উচ্চারিত ও অবস্থিত চ-বর্গের কোনো পার্থক্য নেই। এই বর্গের ধ্বনিগুলির পরিবর্তন নিচে দেওয়া হল।

চ > ছ

চিরকাল > ছেরক্‌কাল্, পশ্চিম > পোছি,
চাঁচা > চাঁছা (অস্ত্রাদি দ্বারা উপরের স্তর উঠিয়ে ফেলা)।

ছ > চ

মাছ > মাচ্, ছাঁচ > চাঁচ্।

কোনো কোনো শব্দের অন্তর্গত 'চ' অনেক সময় লোপ পেতে পারে। যেমন -
পিচ্ছিল > পেঁছোল্, সূঁচ > সুঁই।

ঝ > জ

ঠাকুরঝি > ঠাকুজ্‌জি, ওঝা > রোজা,
মাঝারি > মাজারি, বোনঝি > বুন্‌জি,
মেঝে > মেজে, ঝাঁঝরি > ঝাঁজুরি।

জ > চ

হুজুগ > হুচুক্, কাগজ > কাগচ্।

চ > জ

হোঁচট > ওঁজোট্, অশৌচ > আসুজ্।

জ > দ

মেজাজ > মেজাদ্, জনার্দন > দনাদ্দন।

২.৩ ট - বর্গ ঃ

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত কথ্যভাষা ব্যবহারকারী মানুষদের মুখে ট-বর্গের উচ্চারণ ও তার অবস্থান শিষ্ট চলিত বাংলায় ট-বর্গের উচ্চারণ ও অবস্থানের অনুরূপ। এই বর্গের ধ্বনিগুলির রূপান্তর নিম্নে দেওয়া হল —

ট > ঠ

পুঁটি > পুঁঠি, ঠুঁটো > ঠুঁঠ[অ],
আংটা > আংঠা, এঁটো > এঁঠু,
বেঁটে > বেঁঠ্যা, এঁটেল > এঁঠ্যাল্।

ইংরেজি থেকে আগত শব্দের ক্ষেত্রে 'ট' ধ্বনি লুপ্ত হতে পারে। যেমন —

প্যাক্ট > প্যাক্, পার্মানেন্ট > পার্মেন্,
জয়েন্ট > জয়েন্, প্যান্ট > প্যান্,
কারেন্ট > কারেন।

ঠ > ট

গোষ্ঠী > গুষ্টি, ষষ্ঠী > ষষ্টী,
কাঠ > কাট্, মাঠ > মাট্,
চোরকুঠরি > চোরকুটরি।

ট > ড/ড়

ছোট দাদা > ছোড়্দা, বটঠাকুর > বড়ঠাকুর,
বটগাছ > বড়্গাছ।

ড > ট

কার্ড > কাট্, কবাডি > কপাটি,
কন্ডাক্টর > কনটাক্টার, কনডাক্ট > কন্টাক্।

২.৪ ত - বর্গ ঃ

ত-বর্গের উচ্চারণ ও অবস্থান শিষ্ট চলিত বাংলার মতো। এই বর্গের ধ্বনিগুলির পরিবর্তন নিম্নরূপ —

ত > থ

পুতুল > পোঁথুল্, উত্তাল > উথল্,
দিতাম > দিথ্যাম্, তাহলে > থা'লে।

ত > ট

তটস্থ > টটরস্ত, তির্যক > ট্যারা,
বালতি > বাল্‌টি।

থ > ত

ব্যবস্থা > ব্যবস্তা, সাথে > সাঁতে।

দ > ত

কাঁদর > কাঁতার, মুরদ > মুরত্।

দ > ড

দণ্ডবৎ > ডণ্ডবৎ, দালান > ডালান্,
দণ্ড > ডাঁড়া (ছিপ), দেড় > ড্যাড়,
দাঁড়িপাল্লা > ডাঁড়িপাল্লা, দাঁড়িয়ে > ডাঁড়িয়ে,
দাঁড়কাক > ডালকোও[আ], দণ্ড > ডাঁ$^{\text{ই}}$ড় (জরিমানা)।

ধ > দ

গন্ধ > গন্দ, দুধ > দুদ্,
অধিবাস > অদিবাস্, ঔষধ > ওষুদ্,
ধাঁধা > ধাঁদা, বাঁধ > বাঁদ্,
বোধন > বোদোন্, ধাই > দাই,
ক্ষুধা > খিদ্যা, অসুবিধা > অসুবিদ্যা।

ধ > জ

সমাধি > সমা$^{\text{ই}}$জ্, সিদ্ধ > সিজ্জঅ > সিজ্যা।

দ > জ

ওস্তাদ > ওস্তাজ্, দর্দ/দরদ > দরজ্,
জবরদস্তি > জবরজস্তি।

ন > ল

নবান্ন > লবান্, নিলে > লিলে,
ন্যায্য > লেয্য, নির্ঘাত > লিঘ্‌ঘাত,

নালা > লালা, নাতি > লাতি,
নরম > লরুম, নাগ > লাগ,
নাড়ু > লাড়ু, নীহার > লেহোর,
নাপিত > লাপিত, নটে > লোট্যা,
নিত্য > লিতুই, নল > লল্,
হ্যারিকেন > হেঁরিকেল্, নিচ্ছি > লিছি।

২.৫ প - বর্গ ঃ

উচ্চারণ ও অবস্থান মান্য চলিত বাংলার মতোই। প - বর্গের ধ্বনিগুলির পরিবর্তন নিম্নরূপ —

প > ফ

দুপুর > দোফোর্, পেঁপে > পিঁফ্যা।

প > ব

আতপ > আতব্, ছাপা > ছাবা,
ছাপ > ছাব্, অপযশ > অব্‌যশ্।

ইংরেজি থেকে আগত শব্দের ক্ষেত্রে 'প', 'ব' ধ্বনি লোপ পাওয়ার একটা প্রবণতা এতদঞ্চলের ভাষায় দেখা যায়। যেমন —

ট্রাম্প > টাম্, ক্যাম্প > ক্যাম্,
বাল্ব > বল্, জাম্প > জাম্,
টিউব্ > টিউ।

ব > প

অবসর > অপ্‌সোর্, গায়েব > গাপ্,
খবর > খপর্।

ফ > প

পোস্টঅফিস > পোস্টাপিস, আফশোস > আপশোস,
এফিডেবিট > এপিডেবিট্, হলফ > হলপ্,
ফসফেট্ > ফস্‌পেট্ (রাসায়নিক সার বিশেষ)।

প > ম

প্রদীপ > পোদিম্, পিঁপড়ে > পিঁমড়্যা।

ভ > ব

গাভিন > গোবিন্,
গর্ভ > গোব্ (লোকক্রীড়ায় ব্যবহৃত মাটির ক্ষুদ্র গর্ত)।

ম > ন

মেম্বার > নেম্বার, মাপ > নাপ্ (পরিমাপ)।

ব > ভ

বাষ্প > ভাঁপ, বাঁটা (বন্টন) > ভাঁটা (তাস বিলি করা)।

২. ৬ অন্তঃস্থ্ বর্ণ ঃ

এই্ বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণ ও অবস্থান মান্য চলিত বাংলার মতোই। এই্ বর্গের ধ্বনিগুলির পরিবর্তন নিচে দেওয়া হ্ল —

র > ল

করলা > কল্‌লা, শরীর > শরীল্,
ভাণ্ডার > ভাঁড়াল্, রেজেষ্ট্রি > রেজেস্টালি,
মাঝারি > মাজ্‌লা, কারিগর > কালিকর্,
ক্যারিয়ার > কেরিয়্যাল।

র > অ

রস > অস্, রক্ত > অক্ত,
রম্ভা > অম্ভা (কলা)।

রা > আ

রাস্তা > আস্তা, রাম > আম্,
রায়বেশে > আই্বেশ্যা, রাত > আত,
রাঁড়ি > আঁড়ি (বিধবা), রাই্ খয়রা > আই্খড়া (মাছ বিশেষ)।

রু > উ

রুক্ষ > উখ্খু, রুটি > উটি।

ল > ন

ল্যাংড়া > ন্যাংড়া, লুঙ্গি > নুঙি,
লবণ > নুন, লেজ > ন্যাজ্,
লাঙল > নাঙোল, লোহা > ন।

ল > র

আগল > আগোর (খিল), লাঙ্গল > নেঙুর।

'ল' যুক্ত ব্যঞ্জনের 'ল' কিংবা পদান্ত 'ল' অনেক সময় লোপ পায়। যেমন —

ফাল্গুন > ফাগুন্, চল্ > চ/চো,
বল্কল > বাকল > বাকা।

বীরভূমের ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী অংশের আঞ্চলিক ভাষাতে র-ফলা (্র) যুক্ত ব্যঞ্জনের র-ফলা বহু ক্ষেত্রে লোপ পায়। যেমন —

চৈত্র > চোত্, অঘ্রান > অঘ্ঘান,
ক্রোশ > কোশ্, প্রহর > পহোর্,
প্রথম > পোথম্ , প্রতিপদ > পোতিপদ,
প্রেসার > পেসার্ , প্রসাদ > পুসাদ,
প্রণাম > পুনাম্, প্রজাপতি > পোজাপতি,
ট্রাই > টাই, ম্যাট্রিক > মেটিক্,
মিত্র > মিত্যা, যন্ত্রণা > যন্তনা,
ব্রত > বৎ, প্রত্যেকদিন > পোত্যাক্দিন্।

'রেফ' যুক্ত 'র' কারের 'র' অনেকাংশে লোপ পেতে পারে। যেমন —

কার্পাস > কাপাস, গার্ড > গাড,
পার্টি > পাটি, পার্ট > পাট্ (অভিনয়ে অংশগ্রহণ),
পার্টনার > পাট্নার্, শার্ট > শাট্।

২.৭ উষ্মবর্ণ ঃ

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষাতে উষ্মবর্ণের উচ্চারণ ও অবস্থান মান্য চলিত বাংলায় উচ্চারিত ও অবস্থিত উষ্মবর্ণের মতোই। এই বর্গের পরিবর্তন নিম্নরূপ —

শ > ছ

শতছিন্ন > ছতিছন্ন, শুচিবাই > ছুঁচিবাই,
শ্রী > ছিরি, বিশ্রী > বিচ্ছিরি,
শৌচ > ছোঁচ, শ্রীদাম > ছিদাম/ছিদ্যাম।

শ > চ

শ্রাবণ > চাবন্, শ্রীকৃষ্ণ > চিকেষ্ট,
শ্রীধর > চিধর।

স > ছ

সেঁক > ছ্যাঁক, সূচালো > ছুঁচল[অ],
সেচ > ছিঁচ্, অনাসৃষ্টি > অনাছিষ্টি,
দানসত্র > দান্ছত্তর, মুসলমান > মোছোল্মান/মোছোন্মান্,
সম্মুখ > ছামু।

অমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত অঞ্চলের কথ্যভাষায় ‘হ’ এর আগম বহুল পরিমাণে দেখা যায়। বিশেষত রামপুরহাট এবং মাড়গ্রাম থানার উত্তরাংশে, মুরারই এবং নলহাটি থানার সর্বত্র এই ‘হ’ এর আগম দেখা যায়। এরকম কয়েকটি নমুনা নিচে তুলে ধরলাম।

ট্যারা > ট্যার্হা, নাভি > লাইহি,
কেউ > কেহু, কুমোর > কুমহ্যার্,
কামার > কাম্হার্, কুঁড়ে > কুঁড়হ্যা,
গম > গহম্, বিয়ে > বিহ্যা,
কুড়াল > কুড়হোল্, তুমি > তুম্হি,
গোয়াল > গুহাল্, মুড়ি > মুড়হি।

আবার ‘হ’ ধ্বনিটি কখনও কখনও লোপ পেতে পারে। যেমন —

চিহ্ন > চেন্নত্, হোঁচট > ওঁজোট্।

২.৮ আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত কথ্যভাষাতে কিছু কিছু ব্যঞ্জনধ্বনির রূপান্তরের দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত নয় কিন্তু সেগুলির আলোচনা হওয়া উচিত বলে মনে করি। তাই এগুলিকে একসঙ্গে তুলে ধরা হল।

ড > দ - ডাক্তার > দাক্তার।
থ > ছ - মিথ্যা > মিছ্যা।
ন > ত - গঙ্গাস্নান > গঙ্গাস্তান।
ন > দ - কোনা > কুঁদা।
ব > ম - তবু > তেমু।
র + ও > ও - রশুন > ওশুন।
ষ > ছ - বাৎসরিকী > বোছুরকি।
স > চ - স্নান > চান।

৩. ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা ঃ

শিষ্ট চলিত বাংলার ন্যায় আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ভাষাতেও ধ্বনি পরিবর্তনের চার রকমের রীতিই দেখা যায়। সেগুলি হল — ধ্বনির আগম, ধ্বনির লোপ, ধ্বনির রূপান্তর এবং ধ্বনির স্থানান্তর।

৩.১ ধ্বনির আগম ঃ

৩.১.১ স্বরাগম ঃ

তিন রকমের স্বরাগমই এখানে দেখা যায়।

৩.১.১.১ আদি স্বরাগম (Vowel Prothesis) ঃ

উচ্চারণের সুবিধার জন্য পদের আদিতে একক বা যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন —

স্প্রে > এস্‌পেরে, স্কুল > ইশ্‌কুল,
স্পর্ধা > আস্পর্দা, স্টেশন > এস্‌টেশেন্‌,
স্ত্রী > ইস্তিরি, রুমাল > উরমাল।

৩.১.১.২ মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) ঃ

যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি এলে বা কোনো শব্দের মধ্যে যদি অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগম ঘটে তবে সেই প্রবণতাকে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে। নিচে স্বরভক্তির উদাহরণ তুলে ধরা হল।

আঁকশি > আঁকুশি, ম্লেচ্ছ > ম্যারেচ্চা,
গ্রহণ্‌ > গেরোন্‌, সংক্রান্তি > সংকোরান্তি,
কাঁকড়া > কাঁখুড়ি, পুষ্ট > পুরুষ্টু,
ফিল্ম > ফিলিম্‌, থাক > থাউক,
হজম > হজুম/হাঁজুম্‌, শুক্‌নো > শুক[অ]নো,
কৎ > কয়েৎ, পালং > পালুং (শাক বিশেষ)।

ইংরাজি শব্দের মধ্য স্বরাগম ঃ

ব্লেড > বেলেড্‌, প্লেট > পেলেট্‌,
স্লেট > সেলেট্‌, গ্লাস > গেলাস্‌।

৩.১.১.৩ অন্ত স্বরাগম (Vowel Catathesis) ঃ

কোনো শব্দের শেষে যদি অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগম ঘটে তবে সেই ঘটনাকে বলা হয়

অন্ত স্বরাগম। উদাহরণ —

আলস্য > আলস্যামি, আসল্ > আস্লি,
নকল > নকলি, নিত্য > লিতুই,
এতটুকু > এতটুকুনি, লিস্ট > লিস্টি,
ট্রাক্স > ট্যাকসো, ফিস্ট > ফিস্টি,
পিণ্ড > পিণ্ডি, হাল > হালি,
খুঁত > খুঁত[অ] পানা > পানারি,
ছাল > ছালোট্, পেঁপে > পিঁপিয়্যা,
বন্ধক > বন্ধকি, পালা > পালুই (খড়ের গাদা)।

৩.১.২ ব্যঞ্জনাগম ঃ

৩.১.২.১ আদি ব্যঞ্জনাগম (Consonant Prothesis) ঃ

শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ঘটলে তাকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলে। উদাহরণ —

আছাড় > কাছাড়, আখ > রাখ্,
উই > রুই, উপায় > রুপায়,
ওজন > রোজোন্, উমা > রুমা (নাম বিশেষ),
ওমলেট > মামলেট, উঁকি > টুকি।

৩.২.২. মধ্য ব্যঞ্জনাগম (Glide) ঃ

শব্দের ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা, দুটি ধ্বনির মাঝখানে কোনো অতিরিক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেললে তাকে মধ্য ব্যঞ্জনাগম বলে। মধ্য ব্যঞ্জনাগমের উদাহরণ —

কামার > কামহার, আঁচিল > আচকিল্,
ভুঁড়ি > ভুঁটুরি, কুড়াল > কুড়হাল্/কুড়হ্যাল,
সুঘ্রাণ > সুঘ্‌ঘরান, পোনা > পোহ্না,
ব্লাউজ > বেলারুজ, দরকচা > দখরকুচ[অ],
কাঁঠাল > কাঁহাঠাল, গড়ন > গড়হন্,
মাঝ > মাহাঝ, চিরকাল > ছেরক্কাল্,
গম > গহম্, মধ্যে > মোহোধ্যে,
কুমোর > কুমহ্যার।

মধ্য ব্যঞ্জনাগম হিসেবে আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত মাড়গ্রাম, নলহাটি ও মুরারই থানার বিস্তীর্ণ অংশে 'হ' শ্রুতি বা 'হ' এর আগম ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। আমাদের আলোচনায় কয়েকটি মাত্র নমুনা তুলে ধরেছি। যেমন — মাহাঝ, পোহ্না, গহম্, কাম্হার, মোহোধ্যে ইত্যাদি।

এছাড়া সর্বত্রই 'য়' শ্রুতিরও ব্যবহার রয়েছে। যেমন — নোয়া, শিয়্যাল্ ইত্যাদি।

৩.১.২.৩ অন্ত ব্যঞ্জনাগম (Consonant Catathesis) ঃ

শব্দের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম ঘটলে অন্ত ব্যঞ্জনাগম হয়। যেমন —

বার্লি > বাল্লিক, ক্ষীর > ক্ষীরস্যা,
এলাকা > ইলাক্কা, গোড়া > গোড়োট,
চরা > চরাট, ভরা > ভরাট্,
খন্দ > খন্দর, ফটো > ফটোক,
বীজ > বেচন/বিচুন, গুলো > গুলোন,
ভড় > ভড়ন্, স্বার্থ > সাথ্থক,
ঝুনো > ঝুনোট, গড় > গড়ান্ (গড়পরতা),
ছায়া > ছিঙ্হ্যা, বুড়ো > বুড়হ্যা,
কুঁড়ে > কুঁড়হ্যা, খাদ > খাদান্,
ঘুমান > ঘুমনক, গতি > গতিক্,
বেড়া > ব্যাড়হা, বিভীষিকা > বিভীষক্যার্,
ব্যান্ > ব্যান্ড, পাক > পাকোর (বিপদ),
মূল > মূল্ক[অ] (ঔষধি শিকড়)।

৩.২ ধ্বনির লোপ ঃ

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি — উভয়কেই এই ভাষাতে লোপ পেতে দেখা যায়। প্রথমে আমরা স্বরবর্ণের বিলোপ এবং তারপর ব্যঞ্জনবর্ণের বিলোপের উদাহরণ আলোচনা করব। স্বরবর্ণ লোপের ক্ষেত্রে আদি স্বরলোপ, মধ্য স্বরলোপ এবং অন্ত স্বরলোপ পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে ব্যঞ্জনবর্ণ লোপের ক্ষেত্রেও আদি ব্যঞ্জনলোপ, মধ্য ব্যঞ্জনলোপ এবং অন্ত ব্যঞ্জনলোপ পেতে দেখা যায়।

৩.২.১ স্বরলোপ ঃ

৩.২.১.১ আদি স্বরলোপ (Aphesis) ঃ

উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের জন্য কালক্রমে কোনো শব্দের প্রথম স্বরধ্বনিটি লোপ পেলে তাকে আদি স্বরলোপ বলে। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না থেকে শব্দের মধ্যেকার কোনো অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকলেও আদি স্বরলোপ পেতে পারে। যেমন —

অচ্ছুৎ > ছুত[অ], অপুষ্ট > পোট[অ],
ইনস্পেক্টর > নিস্পেক্টার, অবৈধ > বোদ[অ]।

৩.২.১.২ মধ্য স্বরলোপ (Syncope) ঃ

"সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়। একে মধ্য স্বরলোপ বলে।"[১০] যেমন —

খতিয়ান	>	খোত্যান্,	দোয়ানো	>	দ'নো,
গোয়ালা	>	গ'লা,	কয়েষ	>	কষ্,
খোয়াব	>	খব্,	কাঁচাকলা	>	কাঁচকলা,
ঘায়েল	>	ঘা'ল,	ময়রা	>	ম'রো,
ছাউনি	>	ছ'নি,	দোআঁশ	>	দঁস্,
দোহায়	>	দয়,	নোয়ানো	>	ন'নো,
বোয়াল	>	বো'ল,	বায়না	>	বয়না,
বাতাসা	>	বাত্সা,	জানালা	>	জান্লা,
ব্যায়াম	>	ব্যাম্,	রাবার	>	রবাট,
পোয়াল	>	প'ল্,	পাহাড়	>	পাড়,
ফলাহার	>	ফলার,	বকুল	>	বোল্,
ফরিয়াদি	>	ফোর্য়াদি,	দাড়িয়াল	>	দেড়্যাল,
বউনি	>	ব'নি,	গায়েব	>	গাপ/গাব্।

৩.২.১.৩ অন্ত স্বরলোপ (Apocope) ঃ

পদান্ত স্বরধ্বনি বা অক্ষর শ্বাসাঘাতের অভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। এই ধ্বনি বা স্বরধ্বনি পরিবর্তন হল অন্ত স্বরলোপ। যেমন —

পোয়া	>	প',	ভিত্তি	>	ভিত্,
ধারালো	>	ধার/দার,	মাঝারি	>	মাঝার্,
পাওয়া	>	প',	গাওয়া	>	গ',
পাতা	>	পাত্,	ফাগুয়া	>	ফাগ্,
ফিনকি	>	ফিঙ্,	সম্প্রদায়	>	সম্পদা,
রীতিনীতি	>	রীত্নীত্,	লাথি	>	লাথ্,
লালা	>	লাল্,	মোয়া	>	ম',
ডগা	>	ডগ্,	শশা	>	শঁশ্,
নেওয়া	>	ল্যা,	নাড়ি	>	লাড়্,
ঢেউ	>	ঢ্যা,	থোওয়া	>	থ',
দেওয়া	>	দ্যা,	আয়ু	>	আই/রাই।

৩.২.২ ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ ঃ

৩.৩.২.১ আদি ব্যঞ্জনলোপ ঃ

শব্দের আদিতে ব্যঞ্জন ধ্বনি লুপ্ত হলে তাকে আদি ব্যঞ্জনলোপ বলে।

রায়বেশে > আইবেশ্যা, রশুন > ওশুন্,
স্টেনলেসস্টিল > ট্যান্‌ডেস্‌টিল্, রাইখয়রা > আইখরা
রাঁড়ি > আঁড়ি, শ্রাদ্ধ > চাদ্দ,
রুক্ষ > উখখ > উখু, শ্রীখোল > খোল,
রিং (গাড়ি) > ইং (গাড়ি), হোঁচট > ওঁজোট।

৩.২.২.২ মধ্য ব্যঞ্জনলোপ ঃ

মধ্য ব্যঞ্জনলোপ হল শব্দের মধ্যবর্তী কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনির অন্তর্হিত হওয়া। যেমন —

পরশু > পোওশু, সোহাগ > সগ্,
স্বাদ > সদ্, বোধহয় > বোধায়,
মহিষ > মোইষ, বৃহস্পতি > বেস্পতি,
বহন > বঅন্, মহাজন > মা'জোন,
মাংস > মাস, সাহস > সাউস,
মহাশয় > মাশায়, মোহনা > মুঅন্,
মুখোশ > মুঅস।

ইংরেজি শব্দের মধ্য ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ লোপ —

বোর্ড > বোড্, কার্ড > কাড্/কাট,
কমফর্টার > কম্‌ফেট, শর্ট > শট,
ফার্স্ট > ফাস্ট, থার্ড > থাড্,
কনসার্ট > কনসাট্।

৩.৩.২.৩ অন্ত ব্যঞ্জনলোপ ঃ

শব্দের অন্ত অবস্থান থেকে ব্যঞ্জনধ্বনি লোপই হল অন্ত ব্যঞ্জনলোপ। যেমন —

পয়মন্ত > পয়া, যব > য (গম জাতীয় দানাশস্য)
উত্তরীয় > উতুরী, কুয়াশা > কুঅ,
কাকা > কা, দাদা > দা,
লোহা > ল', কার্তিক > কাতি (মাস বিশেষ),
সতর্ক > সতর, দাপট > দাপ্,
চামড়া > চাম্, ছেদন > ছ্যা,

ছোঁওয়া > ছ’, নিশানা > নিশ্,
গণৎকার > গণক্, চলতি > চল্।

ইংরেজি শব্দের অন্ত ব্যঞ্জনলোপ —
টিউব > টিউ, ডায়মন্ড > ডায়মুন,
হারমোনিয়াম > হারমোনি, মাড্‌গার্ড > মার্‌গার্।

এখানকার কথ্যভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি বা একাধিক বর্ণ লোপ পেতে পারে। যেমন —

ভিন্ন > ভিন্/ভিনু, ভিত্তি > ভিত্,
নক্কার > ন্যাকার্, টক্কর > ঠোঁকোর,
স্থির > ঠির/থির, পশ্চিম > পোছি,
সম্মুখ > ছামু, ব্যান্ডপার্টি > ব্যান্‌পাটি,
দিচ্ছি > দিছি, নিচ্ছি > লিছি,
লক্ষ্মীবার > লখীবার, জ্যোৎস্না > জোসনা/জোসতা,
দক্ষিণ > দখিন, খাচ্ছি > খেচি,
যাচ্ছি > যেছি, স্থান > থান/ঠাঁই/ঠিঞ,
কুটুম্ব > কুটুম্।

উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে ‘জোসতা’, ‘ব্যান্‌পাটি’ শব্দে একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ লোপ পেয়েছে।

৩.৩ ধ্বনির রূপান্তর ঃ

ধ্বনির রূপান্তর মূল দুই প্রকারের দেখা যায়। স্বরসঙ্গতি এবং স্বর অ-সঙ্গতি — এই দুটিই সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত কথ্য ভাষায় দেখা যায় এবং এগুলির পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত প্রচুর।

৩.৩.১ স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) ঃ

“শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পৃথক স্বরধ্বনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একইরকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একইরকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) বলে।”[১১] শব্দে একাধিক বিষম স্বর থাকলে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জিহ্বার পরিশ্রম লাঘব করার জন্য দুটি পৃথক অবস্থানের ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সে দুটিকে যতটা সম্ভব জিহ্বার একই রকম বা কাছাকাছি অবস্থান থেকে উচ্চারণ করা হয়। এরই ফলে স্বরসঙ্গতি

সাধিত হয়। স্বরসঙ্গতি তিন প্রকারের, যথা — প্রগত, পরাগত এবং অন্যোন্য বা পারস্পরিক। যেমন —

আ + ও > আ + আ	আলো > আলা,	কালো > কালা।
আ + এ > এ + এ	চালের > চেলের,	আখের > এখের,
	রাতের > রেতের,	কাস্তের > কেস্তের।
উ + ও > উ + উ	তুলসী > তুলুসী।	
এ + ই > ই + ই	ছেনি > ছিনি,	ঢেঁকি > ঢিকি।
অ + আ > আ + আ	মহাজন > মাহাজোন,	অমাবস্যা > আমাবস্যা,
	মহান্ত > মাহান্ত,	বমাল > বামাল্,
	অঙ্গার > আঙার।	
অ + ও > উ + উ	ঘন > ঘুনু।	
ই + আ > ই + ই	জিলাপি > জিলিপি,	বিলাতী > বিলিতি।
এ + ও > ও + ও	নেবো > লোবো,	দেবো > দোবো।
ও + উ > উ + উ	সরু > সুরু,	লোহু > লুহু (রক্ত)।

৩.৩.২ স্বর অ-সঙ্গতি (Vowel Disharmony) ঃ

স্বর সঙ্গতির বিপরীত প্রক্রিয়া হল স্বরের অসঙ্গতি বা স্বর-অসঙ্গতি (Vowel Disharmony)। এই ক্ষেত্রে দুটি একই রকম স্বরধ্বনির মধ্যে একটি পৃথক হয়ে যায়।[১২] সমস্বরের বিষমস্বরে পরিবর্তন এই অঞ্চলের কথ্যভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এর পরিবর্তন নিম্নরূপ -

উ + উ > ও + উ	পুকুর > পোখুর্,	মুহুরী > মোহুরী,
	মুকুট > মোটুক্।	
ই + ই > ই + অ্যা	শিশি > শিশ্যা।	
আ + আ > আ + উ	তামাক > তামুক,	সাবান > সাবুন্,
	মামা > মামু,	কাকা > কাকু।

অ + অ > অ + উ	কখন > কখুন্, যখন > যখুন্।	তখন > তখুন্,
ও + ও > ও + উ	বোতোল > বোতুল।	
আ + আ > আ + ই	থালা > থালি, ডালা > ডালি,	নালা > লালি, পালা > পালি।
এ + এ > ই + অ্যা	দেবে > দিব্যা,	নেবে > লিব্যা।
আ + আ > আ + ও	শালা > শালো।	
এ + এ > এ + ই	ঘেরে > ঘেরি, তেড়ে > তেড়ি।	মেরে > মেরি,

৩.৩.৩ সমীভবন (Assimilation) ঃ

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ পৃথক ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একে অপরের প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনিতে বা প্রায় অনুরূপ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে সমীভবন।[১৩] আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে সাধারণত সমীভবনগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায় দুটো পরস্পর অসংযুক্ত সমশ্রেণির ব্যঞ্জন ধ্বনি একত্রীকরণের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া পূর্বাগত বা প্রগত এবং পরাগত উভয় প্রকার সমীভবনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। এই অংশে অন্যোন্য সমীভবনের ব্যবহার দেখা গেলেও প্রগত এবং পরাগত সমীভবনের প্রচলনই বেশি দেখা যায়।

৩.৩.৩.১ প্রগত সমীভবন ঃ

প্রগত বা পূর্বাগত সমীভবনের ফলে পরবর্তী ধ্বনি, পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একইরকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন -

কাজিয়া > কাজ্জ্যা, বোলতা > বোল্লা,
চাল্না > চাল্লা, জবরদস্ত > জবরজস্ত,
দোল্না > দোল্লা, খেলনা > খেল্লা,
শুদ্ধ > শুদ্দো, লেনিন > লেলিন্,
প্রস্রাব > পিস্সাব্, শুক্র (বার) > শুক্কুর্ (বার)।

৩.৩.৩.২ পরাগত সমীভবন ঃ

পরাগত সমীভবনে "পরবর্তী ধ্বনি আগের ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে।"[১৪] যেমন —

উপরদম্	>	উপদ্দম্,	চিকিৎসা	>	চিকিস্স্যা,
করলা	>	কল্লা,	কুর্তি (কলাই)	>	কুত্তি,
উচ্ছে	>	উছ্ছ্যা,	গল্প	>	গপ্প,
কার্ত্তিক	>	কাত্তিক,	নির্মূল	>	নিম্মূল,
পার্থ	>	পাথ্থ,	যাবার সময়	>	যাবাস্সুময়,
মূর্খ	>	মুখ্খু,	কীর্তন	>	কেত্তন,
কর্পূর	>	কোপ্পুর,	কতদূর	>	কদ্দূর,
কর্ম	>	কম্ম,	করতাল	>	কত্তাল,
ব্যগ্রতা	>	ব্যাগত্তা,	অকর্মা (নিষ্কর্মা)	>	অকম্মা,
পার্বণ	>	পাব্বন,	পর্যন্ত	>	পয্যন্ত,
তিক্ত	>	তেঁতো ,	দুর্গতি	>	দুগ্গতি,
মাকড়সা	>	মাকস্সা,	চরণামৃত	>	চন্নামিত্তি,
বাটনা	>	বান্না,	পাঁচশো	>	পাঁশ্শো,
কামারশালা	>	কামাশ্শালা,	করতাম	>	কোত্তাম,
খাবার সময়	>	খাবাস্সুময়।			

৩.৩.৩.৩ অন্যোন্য সমীভবন ঃ

পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুটি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনি বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন —

মধ্য	>	মাঝ,	নড়ছে	>	লোচ্ছে,
বাড়ছে	>	বাচ্ছে,	সত্য	>	সাচ্চা,
বৎসর	>	বচ্ছর,	কুৎসা	>	কেচ্ছা,
মহোৎসব	>	মচ্ছব।			

৩.৩.৪ বিষমীভবন (Dissimilation) ঃ

"সমীভবনের বিপরীত ব্যাপার হইল বিষমীভবন। ইহাতে পদমধ্যস্থিত দুইটি সমধ্বনির মধ্যে একটি বদলাইয়া যায়।' লক্ষ করিতে হইবে যে, সমীভবনের মতো বিষমীভবনে ধ্বনিগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন নহে, অল্পবিস্তর অন্তরিত।"[১৫] যেমন —

নাড়ি	>	লাড়/লাড়ি,	নির্জল + আ	>	নির্জলা > লিজ্জলা,
নির্বংশ	>	লিব্বংশ,	শরীর	>	শরীল্,

লাঙল > নাঙোল্, রব্যার > রবাট,
বক্তৃতা > বোক্তিম্যা।

৩.৩.৫ ঘোষীভবন (Voicing) ঃ

বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধ্বনি হল সঘোষ ধ্বনি। এছাড়াও য়, র, ল, হ, ড়, ঢ়, এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হল সঘোষ ধ্বনি। আর অন্যসব ধ্বনি হল অঘোষ ধ্বনি। কোনো অঘোষ ধ্বনি সঘোষ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে এবং কখনও বা সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হলে সেই ঘটনাকে বলা হয় ঘোষীভবন। যেমন —

কাক > কাগ, শোক > শোগ্,
অপযশ > অবযশ, অশৌচ > আসুজ,
আতপ > আতব, শকুনি > শুগুনি/শুদুনি,
ছাপা > ছাবা, থোক > থগ্,
বক > বগ্, কতদূর > কদ্দূর,
আপনার > আম্নার্ (স্বয়ং), দেমাক > দেমাগ্,
শাক > শাগ্, বৈশাখ > বোশ্যাগ্,
প্রদীপ > পোদীম্, জিপ > জিব (গাড়ি),
পাপড়ি > পাবড়ি, কাঠগড়া > কাডগড়া।

৩.৩.৬ অঘোষীভবন (Devoicing) ঃ

সঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে সেই ঘটনাকে বলা হয় অঘোষীভবন। উদাহরণ —

বর্গের তৃতীয় ধ্বনি থেকে প্রথম ধ্বনিতে রূপান্তর -

ছাদ > ছাত্, অবসর > অপ্সোর,
গায়েব্ > গাপ্, চিরাগ > চ্যারাক্,
বীজ > বীচ্, মুনিব > মুনিপ্,
ম্যাজম্যাজ > ম্যাচ্ম্যাচ্, রোজগার > রোজকার,
কার্বাইড > কার্বাইট, টাইফয়েড > টাইফেট্।

বর্গের তৃতীয় ধ্বনির প্রথম ধ্বনিতে রূপান্তর —

ভুঁড়ি > ভুঁটি।

বর্গের চতুর্থ ধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনিতে পরিবর্তন —

প্রাইভেট > পাইফেট।

বর্গের চতুর্থ ধ্বনির প্রথম ধ্বনিতে রূপান্তর —

রিজার্ভ > রিজাপ্।

বর্গের পঞ্চম ধ্বনির প্রথম ধ্বনিতে রূপান্তর —

জরিমানা > জরিপানা।

৩.৩.৭ মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) ঃ

চলিত বাংলায় সাধারণত বর্গের দ্বিতীয়ও চতুর্থ ধ্বনি এবং 'হ্' হলো মহাপ্রাণধ্বনি, আর অন্যান্য ধ্বনিগুলি হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি। সন্নিকটস্থ বা সংযুক্ত কোনো মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাবে যদি কোনো অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) বলে। এখানকার আঞ্চলিক কথ্যেও মহাপ্রাণীভবন দেখা যায়। যেমন —

পুকুর > পুখুর, খামোকা > খামোখা,
যাকে > যাখে, তাকে > তাখে,
স্তম্ভ > থাম্, ডিসমিস > টিস্‌মিস্,
কোঁক > কোঁখ্, দিত্যাম্ > দিথ্যাম্,
এঁটো > এঁঠু, গৌরমণ্ডলী > ঘুরমণ্ডলী,
বঁটি > বঁঠি, গুঁতো > ঘুঁত[অ],
কোটর > খোঁটোর, এঁটুলি > ওঁঠলি,
বেঁটে > বেঁঠ্যা, এঁটেল > এঁঠ্যাল্,
দুপুর > দোফোর, বহুরূপী > ভোউরূপী,
তোকে > তুখে।

৩.৩.৮ অল্পপ্রাণীভবন (Deaspiration) ঃ

মহাপ্রাণধ্বনি উচ্চারণ করার সময় কণ্ঠনালীর যে আকুঞ্চন হয় সেই আকুঞ্চন ব্যতিরেকে শব্দের অন্তর্গত মহাপ্রাণধ্বনি উচারণ করলে তা অল্পপ্রাণের মতো উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় অল্পপ্রাণীভবন।[১৬] মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণিত হওয়ার কারণ হল মহাপ্রাণ ধ্বনি গঠনের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস বের হওয়ার পর বাতাসের প্রবাহ হয় আকস্মিক, কিন্তু যদি বহির্গামী বাতাস শ্বাসনালী দিয়ে ধীরে প্রবাহিত হয়, তাহলে ধ্বনিগুলি মহাপ্রাণতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণীভবনের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। যেমন —

বাঁধ > বাঁদ, গাভিন > গোবিন (গর্ভিনী),
সুখ > সুক, দুধ > দুদ,
বৈঠকখানা > বোটুকখানা, ধাই > দাই,
ভিন্ন > বেন্না, মেঘ > ম্যাগ্,

মধু	>	মদু,	টিফিন	>	টিপিন,
বখশিশ্	>	বক্‌শিশ্,	খোঁড়া (খনন)	>	কোঁড়া,
বাঁধন	>	বাঁদোন্,	মাঘ (মাস বিশেষ)	>	মা^{ই}গ্,
পাখি	>	পা^{ই}ক্,	বোধন	>	বোদন্,
মাঠ	>	মাট,	মেঝে	>	মেজ্যা,
অবধি	>	অব্‌দি,	হঠাৎ	>	হটাৎ,
ধাঁধা	>	ধাঁদা,	বিধবা	>	বেদবা।

৩.৩.৯ শূন্যীকরণ (Zero Modification) ঃ

শিষ্ট চলিত বাংলার মতোই আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তগর্ত কথ্যভাষায় কখনো কখনো শব্দের প্রথমে বা মধ্যস্থিত কোন ব্যঞ্জনধ্বনি একেবারে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। শব্দের অভ্যন্তরে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে র-কার থাকলে সেই র-কার বহুক্ষেত্রে লুপ্ত হয়। বিশেষত সংস্কৃত ও বিদেশি শব্দের মধ্যে র-কার লোপের প্রবণতা ব্যাপক।[১৭] শব্দের অভ্যন্তরে এবং অন্তে -হ্ কারও লোপ পেতে পারে। উভয়েরই উদাহরণ নিচে দেওয়া হল —

করিতে	>	কো'ত্তে,	মরতে	>	মো'ত্তে,
সরিতে	>	সো'ত্তে,	ধরতে	>	ধো'ত্তে,
গৃহিণী	>	গিন্নী,	নৃত্য	>	নেত্ত,
চর্ব্য	>	চোব্ব,	মারলে	>	মা'ল্লে,
রিপোর্ট	>	রিপোট্,	চার্জ	>	চাজ্,
সাপোর্ট	>	সাপোট্,	ব্রীজ	>	বিজ্,
ট্রাঙ্ক	>	টাঙ্ক,	ড্রাম	>	ডাম্,
কহে	>	কয়,	সহে	>	সয়,
ফলাহার	>	ফলার,	মহোৎসব	>	মচ্ছব,
আল্লাহ	>	আল্লা,	বহা	>	বওয়া/ব'।

৩.৩.১০.১ নাসিক্যীভবন (Nasalization) ঃ

কোনো শব্দের অন্তর্গত অসমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির একটি যদি নাসিক্য ব্যঞ্জন (ম্, ন্, ঙ্ ইত্যাদি) হয় অথবা অন্য কোনো ভাবে শব্দের মধ্যে নাসিক্য ব্যঞ্জন উপস্থিত হয় তবে ব্যঞ্জন দুটি সমীভূত হবার পর একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়ে প্রায়ই ওই নাসিক্য ধ্বনির প্রভাবে শব্দটি আনুনাসিক হয়ে যায়। এই ঘটনাকে বলা হয় নাসিক্যীভবন। যথা —

দণ্ড	>	ডাঁ^{ই}ড় (জরিমানা),	ভূমি	>	ভুঁঙ,
সন্ধ্যা	>	সাঁজ্,	কোনা	>	কোঁদা/কুঁদা,
গোস্বামী	>	গুঁসাঙ,	গ্রাম	>	গ্যাঁ/গাঁ

কঙ্কর > কাঁকর, দণ্ড > ডাঁড়া/দাঁড়া (দণ্ডায়মান),
বন্ধ্যা > বাঁজা, ভণ্ডামি > ভাঁড়ামি,
যমজ > যাঁওঁ, পানিফল > পাঁইফুল,
বামন > বাঁওন্,
ভূমিধ্বস > ভূঁয়স্ (জমির জল নির্গমনের গোপন পথ)।

৩.৩.১০.২ **স্বতোনাসিক্যীভবন** (Spontaneous Nasalization) ঃ

শব্দের মধ্যে নাসিক্য ব্যঞ্জন না থাকলেও অনেক সময় কোনো কোনো স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি নিজে থেকেই আনুনাসিক হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে স্বতোনাসিক্যীভবন। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে স্বতোনাসিক্যীভবন একটি সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। যেমন —

টানা > টাঁঙা (দড়ি), সেচ > ছিঁচ্,
ছায়া > ছিঁঙ্যাঁ/ছ্যাঁ, চোকা > চোঁকা (খোসা),
কোটর > খোঁটোর, গজাল > গুঁজাল (পেরেক),
জোয়াল > জোঁঙাল্/জুঁঙাল, খাসা > খাঁসা,
পিচ্ছিল > পেঁছোল, ফাতনা > ফোঁতা,
বেজি > বিঁজি, ছয়ো > ছঁঙো (ছয় তারিখ যুক্ত),
বাষ্প > ভাঁপ, জোড়া > জঁ,
রোয়া > রঁ (পালক), শোকা > শুঁঙা,
সাথি > সোঁত[অ], চাটি > চাঁটি,
ঝোপ > ঝোঁপ, ভাসা > ভাঁসা,
সেটে > সাঁটিং, খোটা > খুঁটা/খোঁটা (দোষ)।

এছাড়া ইয়া > -য়া > -য়ে নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া এবং যৌগিক কালের পদে স্বতোনাসিক্যীভবন অবশ্যম্ভাবী।[১৮] তবে আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে এই ইয়া > -য়ে নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াটি নানাভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন —

গিয়ে — যেঁঙে, যেঁঙ, যেঁন্, যেঁই।
খেয়ে — খেঁঙে, খেঁঙ, খেঁন্, খেঁই।
শুয়ে — শুঁঙে, শুঁঙ, শুঁন্, শুঁই।
পালিয়ে — পাঁলিঙ, পাঁলিঙে, পাঁলিন, পাঁলিই।
বেড়িয়ে — বেঁড়িঙ, বেঁড়িঙে, বেঁড়িন্ বেঁড়িই।

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই ধরনের অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলিতে স্বতোনাসিক্যীভবন ঘটছে। তবে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্য পদে এই পরিবর্তন

ঘটে না। যেমন — গায়ে, পায়ে, বিয়ে।

৩.৩.১০.৩ অর্ধ-নাসিক্যীভবন ঃ

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন কোন স্থানে নাসিক্য ধ্বনির পূর্ণ বিলোপ ঘটে না। যেমন —

অন্ধকার > আঁধার > আঁন্দার্,
স্কন্ধ > কাঁন্দ্,
ফাঁদ > ফাঁন্দ্,
ক্রন্দন > কাঁদন > কাঁন্দন্,
চন্দ্র > চাঁন্দ > চাঁন্দ্,
ছিদ্র > ছেঁন্দা।

৩.৩.১১ মূর্ধন্যীভবন (Cerebralization) ঃ

ঋ, র, ষ এবং ট, ঠ, ড প্রভৃতি মূর্ধা-উচ্চারিত ধ্বনির প্রভাবে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি অবস্থিত কোনো দন্ত্যধ্বনি (ত, থ, দ, ধ ইত্যাদি) যদি মূর্ধন্যধ্বনিতে পরিণত হয় তাহলে এই পরিবর্তনকে মূর্ধন্যীভবন বলে। যেমন —

রবার > রবাট্,
দেড় > ড্যাড়/ডেড়/ডেড্
দাঁড়ি > ডাঁড়ি (দাঁড়িপাল্লা),
বালতি > বোলটিন্/বালটি,
তির্যক > ট্যারা,
গাদা > গাড়া,
বৃদ্ধ > বুড়[অ]/বুড়্যা/বুড়হ্যা।
দ্বারে দ্বারে > ডোড়ো,
স্থির > ঠির,
দণ্ড + ই > দণ্ডি > ডোন্ডি (জরিমানা),
বারান্দা > বারেন্ডা,
চতুর্থ > চৌঠা,
পাতন > পাড়ন্,

৩.৩.১২ ল - কারীভবন ঃ

'ন' ধ্বনিটির 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তর আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে অন্তগর্ত আঞ্চলিক ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যথা —

নীহার > লেহর,
নাতি > লাতি,
নিকা > লিক্যা,
নালা > লালা,
নগদ > লগদ,
নেংটি (হঁদুর) > লেংটি,
নয় > লয়,
ন-টা > ল'টা,
নষ্টচন্দ্র > লষ্টচাঁদা,
নরম > লরম্/লরুম্,
নিরম্বু লিরম্বু,
নাগাদ > লাগাদ,
নাপিত > লাপিত্,
নাড়িভুঁড়ি > লাড়িভুঁড়ি,
ন্যাংটা > ল্যাংঠো,
নাড়াচাড়া > লাড়াচাড়া,
অন্যায় > অল্লায়,
নাচার > লাচার,

নবান্ন > লবান্, নাভি > লাই/লাইহি,
নজর > লজর, নটকোনা > লট্‌কোনা,
নাগ > লাগ্, নাগফণি > লাগফণি।

এর বিপরীতপক্ষে ল > ন -তে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াও দেখা যায়। যেমন —
লবণ > নুন্, লেজ/ল্যাজ > ন্যাজ/ নেজুর,
লেখন/লিখন > নেখন্, লোহা > ন’,
লম্বা > নম্বা/নুম্বা, লুচি > নুচি,
লঙ্কা > নঙ্কা।

‘র’ ধ্বনিটির ‘ল’ তে রূপান্তর ঘটে কখনো কখনো। যেমন —
ভাণ্ডার > ভাঁরাল, কারিগর > কালিগর।

বিপরীত পক্ষে ল > র -
আগোল > আগোর, লাঙ্গল > নেঙুর।

৩.৩.১৩ তালব্যীভবন (Palatalisation) ঃ

ড. সুকুমার সেনের মতে “জিহ্বাগ্র দ্বারা উচ্চার্য (apical বা frontal) কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে যদি জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ তালুও স্পর্শ করে তবে তালব্যীভবন বলে”।[১৯] আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের লোকভাষায় তালব্যীভবনের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন —
দরদ > দরজ্, সমাধি > সমাজ্,
সম্মুখ > ছামু, শতছিন্ন > ছতিছিন্ন/ছতিচ্ছন্ন,
শ্রীকৃষ্ণ > চিকেষ্ট, শুচিবাই > ছুঁচিবাই,
শৌচ > ছোঁচ, শ্রী > ছিরি,
শ্রাবণ > চাবন্, অনাসৃষ্টি > অনাছিষ্টি,
উৎসন্ন > উচ্ছন্ন, স্নান > চান্,
বাৎসরিকী > বোছুরকি, দানসত্র > দানছত্তর্,
ওস্তাদ > ওস্তাজ্, সিদ্ধ > সিজ্যা।

৪.১০ দন্ত্যীভবন ঃ

ত, থ, দ, ধ, ন হল দন্ত্যধ্বনি। অন্য কোন ধ্বনির দন্ত্যধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় হল দন্ত্যীভবন। যেমন —
মেজাজ > মেজাদ, অম্বুবাচী > আমুতি,

মাপ > নাপ, মেম্বার > নেম্বার।

৩.৩.১৪ এই অঞ্চলের ভাষায় অনেক ব্যঞ্জন দ্বিত্ব দেখা যায়। যেমন —

এত > অ্যাত্তো, তালুক > তাল্লুক,
চাটি > চাট্টি, ছড়লাতলা > ছোল্লাতলা,
যত > যত্তো, ছত্রাকার > ছতক্কার ,
কত > কত্তো, বেজায় > ব্যজ্জায়,
টোপর > টপ্পর (গোরুর গাড়ির ছাউনি)।

৩.৩.১৫ অভিশ্রুতি (Umlaut) ঃ

ড. সুকুমার সেনের মতে "অপিনিহিতি অথবা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইলে তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির বিকৃতি ঘটিলে অভিশ্রুতি বলে।"[21] এখানকার কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দে অভিশ্রুতির উদাহরণ নিম্নরূপ —

বানিয়া > বেনা > বেনে / বেন্যা, বাদিয়া > বেদা > বেদে / বেদ্যা,
রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে / রেকে, মীরহাটি > মিরুটি/মিরিটি (গ্রাম নাম),
নগরিয়া (কুল) > ন'গুরে > লোগুরে/লোগুর্যা, পট+উয়া > পটুয়া > পোট[অ] ,
গাছুয়া > গোছ[অ] ।

৩.৪ ধ্বনিরস্থানান্তর ঃ

৩.৪.১ বিপর্যাস (Metathesis) ঃ

শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত বা সংযুক্ত দুটি ধ্বনি যদি নিজেদের মধ্যে স্থান বিনিময় করে তবে তাকে বিপর্যাস বলে। এখানেও অনেক শব্দের বিপর্যাস ঘটে। যেমন —

ডেক্‌চি > ডেচ্‌কি, মুকুট > মোটুক্,
ক্যানেল > কেলান্/ কেলেন্, বাক্স > বাস্কো,
চটকে > কচুটে, লোকসান > লোসকান্/ লোসক্যান্,
ট্যাক্সি > ট্যাস্‌কি, রিক্সা > রেস্‌কা/এস্‌কা,
দূর্বা > দুব্‌রি, আন্দাজ > আন্‌জাদ্,
জ্যোৎস্না > জোস্‌তা, আধিক্যতা > আদিখ্যাতা,
পিশাচ > পিচাশ,
গোণ-আল > গোনাল > গোলান (জনগণের যাতায়তের আল পথ),
খুসরো > খুচরো > খরচা (মাছ, পয়সা ইত্যাদি)।

৩.৪.২ দূরস্থ শব্দের বিপর্যাস ঃ

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের আঞ্চলিক ভাষায় একটি বাক্যের মধ্যে পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত বা পাশাপাশি অবস্থিত শব্দের মধ্যে স্থান বিনিময় ঘটে। যেমন —

মাঝে মধ্যে > মধ্যে মাঝে, দুপুর রাত > রাত দোফোর,
মারামারি > মারিক্‌মারা, গালাগালি > গালিক গালা।

৩.৪.৩ অপিনিহিতি (Epenthesis) ঃ

ড. রামেশ্বর শ' র মতে ''অনেক সময় শব্দের মধ্যে 'ই' (ি) বা উ (ু) থাকলে, সেটি যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সেই ব্যঞ্জনের আগে সরে এসে উচ্চারিত হয়। এছাড়া শব্দে য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন বা 'জ্ঞ' থাকলে তার আগে অনেক সময় একটা অতিরিক্ত 'ই' বা 'উ' উচ্চারিত হয়। এই উভয় প্রক্রিয়াকে অপিনিহিতি বলে।'' অপিনিহিতিজাত ধ্বনি পরিবর্তন এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় বহুল লক্ষ করা যায়, যেখানে শিষ্ট বাংলার রূপমূলে অতিরিক্ত একটা স্বরধ্বনি ('ই' বা 'উ') শব্দে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। অপিনিহিতিজাত শব্দের উদাহরণ —

বাস্তু > বাউস্তো, দৈব > দোইব্‌,
রুমাল > উরমাল, কাঁচি > কাঁইচি।

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের আঞ্চলিক ভাষায় বেশ কিছু শব্দের অপিনিহিতিজাত 'ই' পূর্ণ স্বর রূপে উচ্চারিত না হয়ে অর্ধ স্বর রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন -

রাশি > রা^{ই}শ্‌ (স্তুপ), বকুল্‌ > বো^{ই}ল্‌,
আগিনা > আ^{ই}গ্‌ন্যা, রাতি > রা^{ই}ত্‌,
কাঁদি > কাঁ^{ই}দ্‌ (ফলের গুচ্ছ), পানিপত্তন > পা^{ই}ন্‌পতন্‌,
কাজিয়া > কা^{ই}জ্‌জ্যা।

শিষ্ট চলিত বাংলায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে যেখানে 'ই' বা 'উ' নাই এমন ক্ষেত্রে এতদঞ্চলের লোকভাষায় 'ই' এর আগম ঘটে। তবে এই 'ই' র উচ্চারণ পূর্ণস্বর রূপে হয় না, অর্ধস্বর রূপে হয়।[২০] এটি একটি এই ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

গোয়াল ঘর > গো^{ই}ল্‌ঘর, বোয়াল > বো^{ই}ল্‌,
পৌষ > পো^{ই}ষ্‌, আল > আ^{ই}ল্‌ (জমির প্রান্ত সীমা),
চাল > চা^{ই}ল্‌, ডাল > ডা^{ই}ল্‌,
এলে > এ^{ই}লে (পরিশ্রান্ত), ভাগ্নে > ভা^{ই}গ্ন্যা,
আঁশকে > আঁ^{ই}শ্‌ক্যা (পিঠে বিশেষ), আনল > আ^{ই}ন্‌ল[অ],
কাঁদছে > কাঁ^{ই}ন্‌ছে, কানকো > কা^{ই}ন্‌খ[অ],
পাড় > পা^{ই}ড় (শাড়ির প্রান্ত),
খোল > খো^{ই}ল্‌ (গোখাদ্য বিশেষ)।

য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে 'ই' -র আগম —

ভাগ্য > ভাইগ্য/ভাইগ্নি, পোষ্যপুত্র > পোইষ্ন্যাপুত্তুর/পুইষ্ন্যাপুত্তুর্।

'জ্ঞ' বা 'ক্ষ' যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে 'ই' -র আগম

যজ্ঞ > যইজ্ঞো, রাক্ষস > আইক্ষস্।

৩.৪.৪ জোড়কলম শব্দ (Portmanteau Word) ঃ

একটি শব্দের বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দ বা তার অংশবিশেষ যোগ করে যদি একটি নতুন শব্দ তৈরি হয় তবে সেই শব্দকে বলে জোড়কলম শব্দ। জোড়কলম শব্দের উদাহরণ কম দেখা যায়। ড. সত্যনারায়ণ দাশ বীরভূমে ব্যবহৃত কথ্যভাষায় যেসব জোড়কলম শব্দের সন্ধান পেয়েছেন সেগুলি হল[২২] —

কুৎসিত + ভয়ঙ্কর > কুভ্যাঙ্কার, তাকা + অবাক > তাবাক্
বোবা + গুঙ্গা > বোঙ্গা / বুঙা, মেঘলা + ছায়া > মেঘছা।

এছাড়াও যেগুলি দেখা যায় সেগুলি হল —

ঊর্ধ্ব + চকা > উচক্কা, শিঙ + দড়ি > শিঙ্যাড়ি (দুষ্ট গোরুর বেঁধে দেওয়া দড়ি),
না + হলে > না'লে, ধোঁয়া + কুয়াশা > ধুঁয়াশা,
ব্যাকুল + চিন্তা > বইকল্তা, সু + অবসর > সুসর,
তাহা + হলে > তা'লে, না + হয় > নায়,
সমগ্র + বৎসর > সোম্বছর/সুম্বছর্, অসাড় + পাষাণ > অসান্ (নিঃসাড়),
জোর + জবরদস্তি > জোরজবস্তি, প্রেত + আত্মা > প্রেতাত্মা/পেত্ত্যা,
হাড় + জোড়া > হাড়জোড়া (এক প্রকারের কাঁটা গাছ যা ভাঙা হাড়কে জোড়া লাগাতে সাহায্য করে বলে লোকবিশ্বাস),
মুখ + দড়ি > মুখড়ি (গোরু বা মোষের মুখে বেঁধে দেওয়া দড়ির খাঁচা, যা বাঁধা থাকলে লাঙল বইবার সময় তারা খেতে পারে না),
মায়গ্ + গতর + অ্যা > মায়গ্তের্যা (যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনের উপর নির্ভরশীল)।

৪. অনুকার ও অনুগামী শব্দ ঃ

চলিত বাংলার মতো এখানেও প্রচুর পরিমাণে অনুকার ও অনুগামী শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন —

চ্যাঁওঁর-ভ্যাঁওঁর (চিৎকার চেঁচামেচি), খ্যাঁক্ ঝ্যাঁক্ (বকাবকি), মিরিক-চিরিক (ভোজনে বাছবিচার), কলর্বলর্ (কলরব), অমুকতুমুক , ঝাঁয়ট্-পাঁয়ট্, তরিতফাৎ (ইতরবিশেষ) ধান-পান (ধান ও অন্যান্য ফসল), পাইখ্-পাখালি, সুজা-সাপটা, কুড়িং-বাড়িং (কুড়িয়ে

কুড়িয়ে), ছড়িং-ছিটিং (ছড়িয়ে ছিটিয়ে), কুঁথিং-মুঁথিং (কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে), বিচেখুচে (বিক্রি বাটা করে), মাখিং-চুখিং, হোরে হোম্‌বে (জোর করে), চেচিং-ভেবিং (চিৎকার চেঁচামেচি করে), খেল্‌-ধুলনি (খেলার সামগ্রী), কল্‌কান্তি (কোলাহল), বাচ্চা-কাচ্চা, কাপড়চোপড়, কেড়ে বাখুরে (জোর করে কেড়ে নেওয়া), জল-থল, চুরি-চামারি, আপিস্‌-ধুপিস্‌ (কপট রাগ দেখানো), আউড়া বাউড়ি (কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করা), লালায় খোলায় (যত্রতত্র), ধানাই পানাই (গরজ দেখানো), লিটির পিটির, লটঘট, খ্যাড়বোড়, জড়াবড়ি, নিন্দ্যা-বান্দা, সোঁতঅ স্যাঙাত (সঙ্গী সাথি), আয়ল্‌ বায়ল্‌ (বমির ভাব), উল্‌ ঢাল্‌ (এলোমেলো), ফেলিং-ঝেলিং, বাছা কুছ[অ], কাঁইকিচির (কলরব), কালে কস্মিনে ইত্যাদি।

৫. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ

ধ্বন্যাত্মক শব্দ অভিধানকারদের কাছে কিছুটা ব্রাত্য একথা বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, "বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণির শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এদেরকে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনা শক্তি নিতান্তই দুর্বল হইয়া পড়ে।"[২৩] ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাস্তবতার অনুগামী। প্রতিদিনের সমাজ সংসারে নিয়ত যেসব ধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হয় সেখান থেকেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের জন্ম। যেমন হাত থেকে কোনো বাসন পড়ে গেলে যে শব্দ অনুরণিত হয় তা থেকেই সৃষ্টি 'ঝন্‌ঝন্‌' যা ধ্বন্যাত্মক শব্দ হিসেবে আমরা পরিগণিত করতে পারি। আমাদের আলোচ্য অংশের মানুষরা দৈনন্দিন জীবনে বহু ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেন। তারই কিছু দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল —

ফটফোটট্যা, ধবধোব্‌ব্যা, টকটোক্‌ক্যা (টকটকে), ধরধোর‍্যা (চঞ্চলতার ভাব), পটর্‌ পটর্‌, চোঁ চোঁ, টস্‌টস্‌, মচ্‌মচ্‌, খস্‌খস্‌, লক্‌লক্‌, লিক্‌লিক্‌, ঘিন্‌ঘিন্‌, টন্‌টন্‌, ঠন্‌ঠন্‌, গন্‌গোনন্যা, বদ্‌বদ্‌, জব্‌জব্‌, সপ্‌সপ্‌, গট্‌গট্‌, কট্‌মট্‌, লট্‌লট্‌, গুড়গুড়, সুড়সুড়, ফুর্‌ফুর্‌, ঝিন্‌ঝিন্‌, গাবুস্‌গুবুস্‌, ট্যাঙাস্‌ ট্যাঙাস্‌, খাঁ খাঁ, চকাস্‌ চকাস্‌, জল্‌জোল্যা, ঢিম্যা ঢিম্যা, টল্‌টোল্‌ল্যা, দগ্‌দোগগ্যা, হাওলে হাওলে (ধীরে ধীরে), হলাং হলাং (ঢিলঢিলে), পিটিক্‌ পিটিক্‌, ধস্‌ধস্‌ ইত্যাদি।

৬. শব্দদ্বৈত ঃ

একটা শব্দকে দুবার, তিনবার ব্যবহার করে তার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকালবর্তিতা, ব্যাপকতা, প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া একই শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারাও সাদৃশ্য বা সামান্যভাব প্রকাশ করা হয়। আবার ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়াও বোঝায় অসমাপিকা ক্রিয়াকে দ্বিত্ব করে যার মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ সময় ধরা পড়ে।

পুনরাবৃত্তি করে প্রগাঢ়তা প্রকাশের উদাহরণ —

কানায় কানায়, ছাপু ছাপু, টইটম্বুর, গলায় গলায়, প্যাটেপ্যাটে, ঝুড়িঝুড়ি, কোচ[অ]কোচ[অ]

(বস্তাবস্তা), ঢাকিঢাকি ইত্যাদি।

পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়ার দীর্ঘকাল ব্যাপকতার উদাহরণ —

যেতে যেতে, খেতে খেতে, বলতে বলতে, ক'তে ক'তে, থুতে থুতে, মুখে মুখে, হেসে হেসে, কেটে কেটে, চোখে চোখে ইত্যাদি।

অসম্পূর্ণতার ভাব বা দ্বিধা অর্থে শব্দদ্বৈতের উদাহরণ —

জাড়জাড়, মানেমানে, মরমর, জ্বরজ্বর, করিকরি, উঠি উঠি, যাবোযাবো, ভিজ্যাভিজ্যা, ভাঁসাভাঁসা, কাঁদোকাঁদো, জড়োজড়ো, রসরস, টকটক ইত্যাদি।

"প্রভৃতি বাচক"[২৪] শব্দদ্বৈতের উদাহরণ — আঁয়ে বাঁয়ে (আশে পাশে), আকাবাকি (তাড়াতাড়ি), আপিশধুপিশ (কপটরাগ), আনা গোনা (আসা যাওয়া), আংতা পাতাং (দেমাক দেখানো), কাল্ কোবুসে (কখন কখনো), হলাং ফসাং (ঢিলেঢালা), কালে কস্মিনে (কখনো কখনো) ইত্যাদি।

উল্লেখপঞ্জি

১. হক, মহম্মদ দানীউল — ভাষাবিজ্ঞানের কথা, পৃ. ১১২।
২. মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর — আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, পৃ. ১৯৯।
৩. শ', ড. রামেশ্বর — সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পৃ. ৩৩১।
৪. করিম, মীর রেজাউল — শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৩।
৫. মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর — আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, পৃ. ২০২।
৬. তদেব, পৃ. ২০৩।
৭. তদেব, পৃ. ২০৩।
৮. 'শব্দতত্ত্ব', রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংকলন, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ১০।
৯. শ', ড. রামেশ্বর — সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পৃ. ৩৩১।
১০. তদেব, পৃ. ৫০২।
১১. তদেব, পৃ. ৫০৫।
১২. তদেব, পৃ. ৫০৬।
১৩. তদেব, পৃ. ৫০৭।
১৪. মজুমদার, পরেশচন্দ্র — বাংলাভাষা পরিক্রমা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।
১৫. সেন, সুকুমার — ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৪।
১৬. চট্টোপাধ্যায়, ড. হীরেন — ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস, পৃ. ৩৮।
১৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার — ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ৯৩।
১৮. দাশ, ড. সত্যনারায়ণ — বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ, পৃ. ২০।

১৯. সেন, সুকুমার — ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৭।

২০. মদীয় প্রবন্ধ — লোকমানস, একাদশ বর্ষ, ২০০৯, পৃ. ৫৬।

২১. সেন, সুকুমার — ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৫।

২২. দাশ, ড. সত্যনারায়ণ — বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ, পৃ. ২২।

২৩. ‘শব্দতত্ত্ব’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩২।

২৪. ‘দড়ি-দড়ি’, ‘গোলা-গুলি’ প্রভৃতি শব্দকে রবীন্দ্রনাথ ‘প্রভৃতিবাচক’ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ জন্মশতবার্ষিকী সংকলনের ‘শব্দতত্ত্বের’ ৩২ পৃষ্ঠায়।